রূপায়ন প্রোডাকসন্সের নিবেদন

ভাদুড়ী মশাই

2-3-56

শ্রীরবিপ্রসাদ গুপ্তের প্রযোজনায়

রূপায়ণ প্রোডাক্সন্স লিঃ এর নিবেদন

৺কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ভাদুড়ী মশাই

পরিচালনা : **প্রফুল্ল রায়**

সঙ্গীত-পরিচালনা : **অনিল বাগ্‌চী**

চিত্র-নাট্য ও সংলাপ-রচনা : শচীন বসু মল্লিক, বীরেশ্বর মুখার্জ্জী, বটকৃষ্ণ বসু

চিত্র-শিল্প-পরিচালনা : বিভূতি দাস

শিল্প-নির্দ্দেশনা : বটু সেন

সম্পাদনা : রাজেন চৌধুরী

গীত-রচনা : শ্যামল গুপ্ত, মধু গুপ্ত

ব্যবস্থাপনা : ক্ষিতীন সেন

শব্দানুলেখন : গৌর দাস

রূপ-বিন্যাস : শৈলেন গাঙ্গুলী

বেশ-বিন্যাস : ধীরেন দত্ত

চিত্র-পরিস্ফুটন : ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজ লিমিটেড

তত্ত্বাবধান : শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু মল্লিক

কোষাধ্যক্ষ : নরেন বোস, পূর্ণচন্দ্র দত্ত

নেপথ্য-সঙ্গীত : প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরী মুখার্জ্জি, বিনয় অধিকারী।

সহযোগিতায় :

পরিচালনায় : নন্দদুলাল মজুমদার, অমূল্য ব্যানার্জ্জী

চিত্র-শিল্পে : গোরা মল্লিক, মদন সরকার

শব্দানুলেখনে : সিদ্ধি নাগ

সঙ্গীত-পরিচালনায় : শৈলেশ রায়

শিল্প-নির্দ্দেশনায় : সূর্য্য চ্যাটার্জ্জী

ব্যবস্থাপনায় : শিবপদ মিত্র

চিত্র-সম্পাদনায় : গৌরেন গুপ্ত

বেশ বিন্যাসে : কালীপদ

রূপসজ্জায় : গৌরগোপাল

আলোক-সম্পাতে : শান্তি, হেমন্ত, মন্টু, মনোরঞ্জন

যন্ত্র-সঙ্গীত-পরিচালনায় : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা

স্থির-চিত্র-গ্রহণে : ষ্টিল ফটো সার্ভিস

কৃতজ্ঞতা-স্বীকারে : সাতরামদাস ধলামল, দাসকো ষ্টোর্স

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে বাণীবদ্ধ

——চরিত্র-চিত্রায়ণে——

রাণীবালা : চন্দ্রাবতী : সবিতা চ্যাটার্জ্জি : নমিতা সিংহ

মোহন মুখার্জ্জি (এ্যাঃ) : পাহাড়ী সান্যাল : নীতীশ

নির্ম্মলকুমার : অরুণ প্রকাশ

অন্যান্য চরিত্রে : নিভাননী, আশু বোস, গঙ্গাপদ, তুলসী চক্রবর্ত্তী, মন্মথ মুখার্জ্জি, যতীন বন্দ্যোঃ, সন্তোষ সিংহ, জহর রায়, হরেন মুখার্জ্জি, শিবু মুখার্জ্জি প্রভৃতি।

চিত্র-পরিবেশনায় : প্রোগ্রেসিভ ফিল্ম এক্সচেঞ্জ লিঃ

প্রচার-পরিচালনায় : প্রোগ্রেসিভ পাবলিসিটি সার্ভিস

ভাদুড়ী মশাই

মেদিনীশঙ্কর ভাদুড়ী কলকাতার একজন নামকরা এ্যাটর্নী। বপু ও বিত্ত হুহু করে বেড়েই চলেছে, ছাতা ও রুমালটি ছাড়া এবছরের চেয়ারটি পর্য্যন্ত আসছে-বছরে কাজ দেয় না। কিন্তু প্রাচুর্য্যের সংসারেও অ-সুখের সুর। একটী সন্তানের অভাবে ভাদুড়ী-গৃহিণী মাতঙ্গিনীর মনে না ছিল সুখ না ছিল শান্তি। তার উপর, যদি কোনও পথ ধরে 'পুত্রার্থে' আর একটী ভার্য্যা এসে পড়ে এই চিন্তায় তিনি সদাই শঙ্কিত।

বাড়ীর পুরানো চাকর নন্দ তাল পেলেই কর্ত্তার কানে মন্ত্রণা দেয় আর একটী বিয়ে করবার জন্যে। তাই দৈব উপায়ে ভাগ্য-চক্রের গতি ঘোরাবার জন্যে তিনি সন্ন্যাসিরূপী আচার্য্য ঠাকুরের শরণ নিলেন। ভাদুড়ী মশাইএর মক্কেল ও বন্ধু তারিণী সামন্তের সন্ধানে আনা মধুপুরের সাঁওতালী দেবতার কাছে পুত্রার্থে পুজো দেবার জন্যে আচার্য্যদেব মাতঙ্গিনীকে খুবই উৎসাহ দিলেন। মাতঙ্গিনী অবিলম্বে ভাদুড়ী মশাইকে নিয়ে মধুপুরে এলেন; সঙ্গে এলেন আচার্য্য মশাই আর মাতঙ্গিনীর সদ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা ভাই নবনী।

মধুপুরে পৌঁছেই মেদিনীশঙ্করকে নিয়ে মাতঙ্গিনী হাজির হলেন সাঁওতালী দেবতার আস্তানায় আচার্য্য ও নবনীকে সহায় করে। বিধান হ'ল পুজো দিয়ে ভাদুড়ীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে তিনবার গড়াগড়ি দিতে হবে। মূল্য ধরে দেওয়ার 'সর্টকার্ট্‌টা' পুজারীর মনঃপুত হ'লনা। মাতঙ্গিনীও বড়ই ক্ষুণ্ণ হলেন। শেষে নবনী সাষ্টাঙ্গ প্রণামের যান্ত্রিক উপায় বাৎলে দেবার ভার নিয়ে মাতঙ্গিনীকে খুশী করলেন। ভাদুড়ীর শরীর ও মনে মধুপুরের জলহাওয়ার ছোঁয়াচ এমনিভাবে লাগলো যে কিছুদিনের মধ্যেই ভাদুড়ীর ওঠাবসার জন্যে নবনীর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার দৌড় পরীক্ষা হাতে কলমে হয়ে গেল।

এই সময়ে ডেপুটী সুবর্ণবাবু ও তাঁর স্ত্রী মন্দাকিনীদেবীও মধুপুরে বেড়াতে এলেন—মীরা ও ইরাণী দুই মেয়েকে নিয়ে। আর এঁদেরই লাগোয়া বাংলোর বাইরে দেখা গেল নির্দ্দেশ রয়েছে 'সপ্তর্ষিমণ্ডল'ও পর পর সাতটী সভ্যের নাম। চিত্রে কাব্যে, সাহিত্যে ও সঙ্গীতে যুগান্তর আনতে এই সাতটী সভ্য বদ্ধপরিকর। এঁদেরই মধ্যে রয়েছেন কিংশুক লাহিড়ী—অতি প্রিয়দর্শন যুবক, যেমনি সুকণ্ঠ তেমনি ধনী। পার্থিব প্রেমে হতাশ হয়ে অধুনা ঢোঁড়া-বাবা নামে এক উদ্ভট সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে যোগ সাধনা করছেন। মন্দাকিনী দেবী মেয়ে দুটীর উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে খুবই সজাগ। মতি নামে এক সুদর্শন যুবা মীরার উপযুক্ত পাত্ররূপে ইতিমধ্যেই তাঁর মনে স্থান পেয়েছে। এদিক সপ্তর্ষিমণ্ডল ও সুবর্ণবাবুর পরিবারের পরিচয় সূত্রটী বেঁধে ফেল্‌লে ইরাণীর বেড়াল শুভ্রা। আর আচার্য্য ও নবনী, মতির সাহায্যে সপ্তর্ষিমণ্ডলে এলেন ও পরে

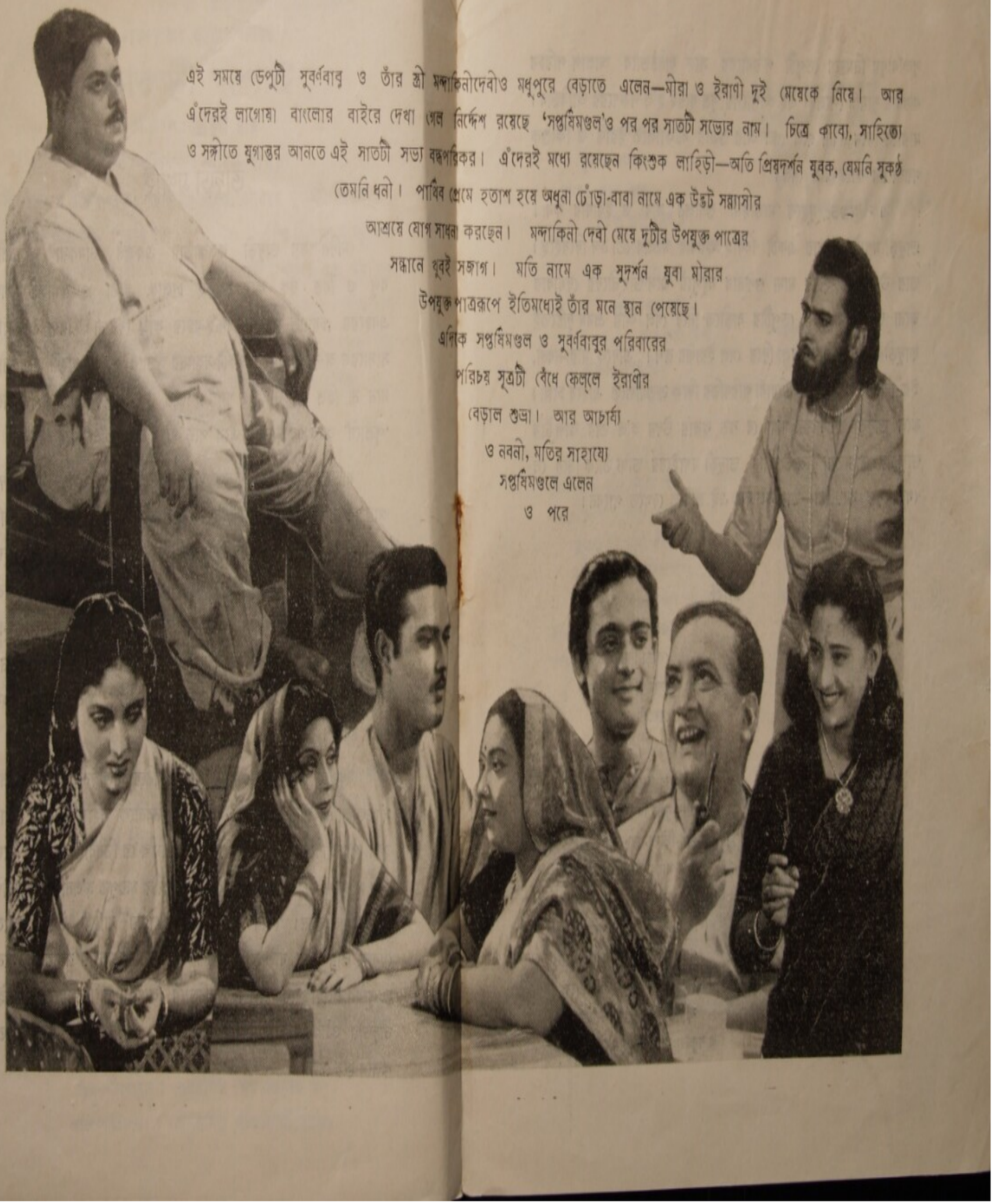

সুবর্ণবাবুর নিমন্ত্রণে ডেপুটী পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ পরিচয় করবার সুযোগ পেলেন। এই আলাপের সূত্র ধরেই হ'ল পঞ্চশরের আবির্ভাব। মীরাকে দেখে নবনী গলে গেল আর শুভ্রার ঘটকালিতে ইরাণী ও কিংশুক পরস্পরের কাছে এসে গেল।

এক অশুভ মুহূর্ত্তে মাতঙ্গিনী শুনলেন মীরা ও ইরাণীর কথা। ভাদুড়ী মশাইকে আর একটী বিবাহ করবার মতলব তো নন্দ দিয়েইছে। তার উপর মীরা-ইরার মামা গুপীনাথ মধুপুরে এসে ভাগ্নীদের দেখাবার জন্যে ভাদুড়ী মশাইকে ডেপুটীর বাড়ীতে নিয়ে গেল আর প্রথম দৃষ্টিতেই ভাদুড়ী মশাইএর মনে দোলা দিয়ে গেল ইরাণীর রূপ। এদিকে মীরা-নবনী, ইরা-কিংশুক সমস্যাও অনিবার্য্য পরিণতির দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চল্লো। ফলে ভাদুড়ী-পরিবারের মধ্যে যে ঝড় ঝঞ্ঝার উদয় হ'ল তার ঝাপ্টায় ভাদুড়ীর ভাগ্যতরী দুলে উঠলো। ভাদুড়ী মশাইয়ের ভাগ্য তাঁকে নিয়ে যে খেলা সুরু করেছিল—তার ফলাফল এই ছবিতে দেখতে পাবেন।

গান

(১)

গুরু বিনা জ্ঞান নহী
গুরু বিনা ধ্যান নহী
গুরু বিনা আত্ম বিচার
ন লহত হৈ।

গুরু বিনা প্রেম নহী
গুরু বিনা প্রীত নহী
গুরু বিনা শোলহ সন্তোষ
ন লহত হৈ।

হায়—বিরহ নহী, প্রেম নহী,
ভক্তি ভাও, চাও নহী,
কুল কুটুম্ব লুঠ খায়ি
যৌবন ধন সাথ নহী
কেইসে করগে নির্ব্বাহ—হো
গুরু বিনা বাঢ় নহী
কোড়া বিনা হাট নহী
সুন্দর প্রকট লোক
বেদমেঁ। কহত হৈ

(২)

জাগো অন্তর জাগো সত্যের মাঝে
যেথা শিব সুন্দর নিত্য বিরাজে।
দুঃখ-তিমির-হরা দীপ্ত-প্রভাতে
ঝরে আলো-নির্ঝর বিশ্ব-সভাতে
নবীন আনন্দের সঙ্গীত বাজে।
শোভে অর্ঘ্যের ডালি পুষ্পের পুঞ্জে
গাহে বন্দনা-গীতি বিহগ নিকুঞ্জে,
মন্দ সমীরে আজি স্নিগ্ধ হরষে
সান্ত্বনা সুধা বহে পুণ্য-পরশে,
এ বসুন্ধরা সাজে মঞ্জুল সাজে।

(৩)

গোপনে কে তুমি ওগো
ভুলায়ে আমারে
প্রাণের ভুবন ঘিরে
ডাকো বারে বারে ॥
আধ-আলো আধ-ছায়ে
ভাবি ব'সে একা,
নয়নের পথে তুমি
কবে দেবে দেখা,
বাজাবে মিলন-প্রীতি
মনোবীণা তারে ॥

(৪)

চাঁপা বলে, ওগো বনের পাখী
এত কাছে কাছে আমি থাকি
তোমায় তবু দূরের নীলে
অসীম আকাশ ভুলিয়ে দিলে
তাই কি সাড়া দাওনা যত ডাকি ॥
উতলা মোর বসন্ত দিন ঘিরে
পথের ধারে আলো ছায়ার তীরে
আঁচল খানি হাওয়ায় পেতে রাখি ॥

সারা বেলা আমার হৃদয় মাঝে
তোমার গানে কী যে ব্যথা বাজে ।
সন্ধ্যা তারা যখন ওঠে জ্বলে
ঘুমাও তুমি বনছায়ার কোলে
জেগে থাকে আমার আকুল আঁখি ॥

(৫)

মাগো —
মন শোনে না কথা যে মা
তুই বলে দে তারে ।
মন দিয়ে সে সন্ধ্যা সকাল
ডাকে যেন তোরে ।
মন বলে তুই নোস্ গো আপন,
তাইতো আছিস দূরে এমন ;
মা হলে কি ডাকতে হ'ত
তোরে এত করে ।
অভয় পদে নিলাম শরণ,
গড়েনে তুই চাস্ গো যেমন ;
মনের খেদ মিটিয়ে দে মা
প্রাণ যে কেঁদে মরে ।

শ্রীরবিপ্রসাদ গুপ্তের প্রযোজনায়

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ঝিন্দের বন্দী

প্রস্তুতির পথে

পরিবেশক—প্রোগ্রেসিভ ফিল্ম এক্সচেঞ্জ লিঃ

প্রোগ্রেসিভ পাবলিসিটি সাভিসের পক্ষে শ্রীনৃপেন রায় কর্তৃক প্রকাশিত

ও

১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫

মহাজাতি আর্ট প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত।